The Dhaka University Journal of Linguistics : Vol. 9, No. 18, Publishers: Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098

শিশুর সংজ্ঞাপণ-দক্ষতা অর্জনে চিত্রসমৃদ্ধ শিশুতোষ গ্রন্থের ভূমিকা

ভদ্রেশু রীটা*

Abstract: Children acquire knowledge both physically and mentally by interacting with the surroundings. The cognizance, analytical ability, capacity, and experience of the children depend on the accommodation and assimilation of a specific idea. Gradually the children learn how to cope with the surroundings; as a result, qualities such as self-esteem, sexual identity, ethnic identity, moral reasoning, self-regulation, interpersonal skills, etc. are developed. The illustrated picture books play the most important role in the complete development of children. These books help to create inquisitiveness, as well as make a significant contribution to the versatile learning of the children as they cover a very diverse range of topics. This article focusses on how these 'picture books' influence the overall cognitive process of the children.

ভূমিকা

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই শিশু নব্য পরিচিত জগতের সঙ্গে বিচিত্র উপায়ে যোগাযোগ স্থাপন করে। চারপাশের পরিবেশের নানান উপাদান থেকে সে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করে অভিজ্ঞতার ঝুলি পূর্ণ করে। এই জ্ঞান আহরণে পদ্ধতিগত (systematic) অনুশীলনের জন্য একটি অনন্য ও কার্যকর মাধ্যম হলো – চিত্র সংবলিত শিশুতোষ বই, যা শিশুর মেধা বিকাশের জন্য অপরিহার্য। এগুলো 'চিত্রসমৃদ্ধ শিশুতোষ গ্রন্থ' তথা 'পিক্চার বুক' (Picture Book) নামে পরিচিত। শিশুর শব্দ আয়ত্তীকরণ প্রক্রিয়ায় এগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, পাশাপাশি প্রাথমিকভাবে পঠন ও লেখন দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে।

একটি শিশুর সামগ্রিক চেতনা প্রভাবিত হয় তার শারীরিক ও মানসিক পরিপক্কতা বা পূর্ণতার মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ চারপাশের জগৎ সম্পর্কে একটি শিশুর বোধশক্তি, বিচার-বিশ্লেষণ, ধারণ ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা নির্ধারিত হয় কোনো বিষয় সে কতটুকু আয়ত্ত করতে পারছে এবং উক্ত বিষয়ের সঙ্গে সে কতটুকু খাপ খাওয়াতে পারছে তার ওপর ভিত্তি করে।

* সহকারী অধ্যাপক, গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সুইস ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট জ্যাঁ পিয়েজেঁ -এর তত্ত্বমতে (Piaget, 1936/1952) - শিশুর ক্রমবিকাশের ধাপগুলো পরিলক্ষিত হয় তিনটি ক্ষেত্রে। যেমন–

১. শারীরিক বিকাশের ক্ষেত্র (Physical Domain) – এক্ষেত্রে শিশুর শারীরিক গঠন (body size), বাহ্যিকরূপ (appearance), মস্তিষ্কের বিকাশ (brain development), অঙ্গসঞ্চালকমূলক উন্নয়ন (motor development), প্রত্যক্ষীকরণ ক্ষমতা (perception capacities) ইত্যাদির সম্প্রসারণ ঘটে।

২. বোধবিকাশের ক্ষেত্র (Cognitive Domain) – এক্ষেত্রে মননশীলতা বা ভাবনার বিকাশ (thought processes), বুদ্ধির বিকাশ (intellectual abilities), একাগ্রতা (attention), স্মৃতিশক্তি (memory), সমস্যা সমাধান করার ক্ষমতা (problem solving), কল্পনাশক্তি (imagination), সৃজনশীলতা (creativity) এবং ভাষা (language) আয়ত্তীকরণ ইত্যাদির অগ্রগতি সাধিত হয়।

৩. সামাজিকতা / আবেগময়তার ক্ষেত্র (Social / Emotional Domain) – এক্ষেত্রে আত্মমর্যাদাবোধ (Self-esteem), লৈঙ্গিক পরিচিতি (sexual identity), নৈতিকতা (ethnic identity), ন্যায়পরায়ণতা (moral reasoning), আত্মনিয়ন্ত্রণ (self-regulation), আবেগের বহিঃপ্রকাশ (understanding and expression of emotions), মানসিক স্থিতি (temperament), সামাজিক পারস্পরিকতা (interpersonal skills) ইত্যাদির উন্নয়ন ঘটে।

ব্রেইনার্ড ও অন্যদের মতে, (Brainerd, 1996; Bremner, 2001; Lourenco, 1996), এই তিনটি ক্ষেত্রে শিশুর বিকাশ ত্বরান্বিত হয় দুটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। একটি হলো সাদৃশ্যবিধান (assimilation capacity) এবং অন্যটি উপযোজন সামর্থ্য বা খাপ খাওয়ানো (accommodation capacity)। সাদৃশ্যবিধান (assimilation) হলো, বিদ্যমান কোনো চিন্তা / ধারণা / অনুভূতি / বিশ্বাস বা কল্পনার সঙ্গে নতুন কোনো তথ্য সংযুক্ত করা। যেমন একটি শিশু যদি খেলার সামগ্রী 'বল' দেখে তবে বল আকৃতির সকল নতুন বস্তুই তার কাছে 'বল' হিসেবে প্রতীয়মান হয়। অপরদিকে, উপযোজন (accommodation) হলো, পূর্বের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে নতুন আয়ত্ত-করা ধ্যান-ধারণার খাপ খাওয়ানো। অর্থাৎ পূর্বে দেখা কোনো বস্তুর সঙ্গে একই আকৃতির অন্য বস্তুর তুলনা করা এবং পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে সক্ষম হওয়া। যেমন– শিশু যদি পূর্বে 'বল' দেখে থাকে তবে সে বল আকৃতির অন্য কোনো বস্তুকে বলের মতো মনে করে; কিন্তু বস্তুটি যে মূলত বল নয় তা-ও সে বুঝতে পারে। নির্দেশ করার সময়ে তাই সে উল্লেখ করে 'বলের মতো গোল'; অর্থাৎ সে হয়ত নতুন দেখা বস্তুটি কী জানে না কিন্তু আকৃতিটি বলের মতো সেটা উপলব্ধি করতে পারে। পরে যখন নতুন দেখা বস্তুটির সম্পর্কে জানতে পারে তখন সে তার আগের ধারণার সঙ্গে নতুন জানা তথ্যটির উপযোজন ঘটায়।

সাধারণভাবে সকল শিশুর ক্ষেত্রে এই অগ্রগতির ধারাবাহিকতা সমান; তবে বয়স অনুযায়ী বিকাশের পর্যায়গুলোতে তারতম্য ঘটে। যেমন– ০-২ বছর বয়সী শিশুরা তাদের সংবেদনশীল জ্ঞান-ইন্দ্রিয় এবং শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে চারপাশের বিষয়বস্তুকে চিহ্নিত ও শনাক্তকরণের বোধশক্তি অর্জন করে। এক্ষেত্রে শিশু সহজাত প্রবৃত্তির সাহায্যে তার সাংকেতিক চিন্তাশক্তির প্রকাশ ঘটায়। এই বয়সী শিশুরা নির্দিষ্ট শব্দের সঙ্গে বস্তুকে চিহ্নিত করতে, ছড়া ও গান উপভোগ করতে পারে এবং ছোট ছোট শব্দ বলতে পারে। বিশেষ করে ছবিযুক্ত বইয়ের প্রতি তাদের থাকে ব্যাপক আগ্রহ। ২-৭ বছর বয়সী শিশুরা পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে কথা এবং রূপকল্প (Image)-এর সাহায্যে। এই শব্দ এবং রূপকল্পের মাধ্যমে শিশু তার প্রতীকী (symbolic) চিন্তাশক্তির প্রবর্ধন ঘটায়; যা জ্ঞান-ইন্দ্রিয় ও শারীরিক ক্রিয়ার প্রতিফলনকে আরও সমৃদ্ধ করে। এই বয়সী শিশু সাধারণ চিহ্নিত বস্তুর ছবি দেখে নাম বলতে ও প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে তার কাঙ্ক্ষিত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে পারে এবং গল্প শুনতে ও বলতে দারুন পছন্দ করে।

শিশুর এই স্বাভাবিক বিকাশ সাধনে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তার ক্রমবৃদ্ধির যথার্থ পরিচালনা। যেহেতু শিশুরা পরিপার্শ্বের সংস্পর্শে মানসিক ও শারীরিক উভয়ভাবেই জ্ঞান আহরণ করে এবং তাদের প্রশ্ন করার মানসিকতা বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি তাদের মনযোগী করে তোলে, তাই তাদের এই প্রবণতাকে ব্যবহার করে বহুমুখী শিক্ষাচর্চার পরিবেশ তৈরি করা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে বিচিত্র ধরনের চিত্রসমৃদ্ধ শিশুতোষ গ্রন্থ তথা 'পিক্চার বুক' (picture book) শিশুর সার্বিক বিকাশে প্রধান সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

চিত্রসমৃদ্ধ শিশুতোষ গ্রন্থ

এগুলো মূলত শিশুদের উপযোগী করে তৈরি করা চিত্রনির্ভর বই; যেখানে লেখা এবং চিত্রের সমন্বয়ে বিষয়বস্তুকে তুলে ধরা হয়; ক্ষেত্রবিশেষে লেখা ছাড়া কেবল চিত্রের সাহায্যে বক্তব্য উপস্থাপিত হয়। এসব বইয়ের ক্ষেত্রে প্রদর্শিত চিত্রগুলো লিখিত বক্তব্যকে বিশদ করে ও স্পষ্টরূপে সাজিয়ে তোলে। এক কথায় বলা যায়, ছবি বা চিত্রের সাহায্যে লিখিত অথবা পরিকল্পিত রচনার পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃশ্যায়ন বা চিত্রায়ণ করাই হলো পিক্চার বুক-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এতে বিষয় বৈচিত্র্য থাকে। প্রকৃতপক্ষে প্রথম দর্শনে এসব চিত্রের মাধ্যমে শিশুদের মনোযোগ আকৃষ্ট করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। আকর্ষণীয়, রঙিন ইলাস্ট্রেশনের সাহায্যে পিকচার বুক শিশুদের নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আগ্রহী করে তোলে। এর মাধ্যমে তারা চিত্রিত বিষয়ে জানতে কৌতূহলী হয়, উদ্বুদ্ধ হয় পৃষ্ঠা উল্টিয়ে একের পর এক দৃশ্য দেখতে। তাদের মনে অদম্য এক আগ্রহ জাগে চিত্রিত ছবির ভাষাটি বুঝতে। ফলে সেই বইয়ে লেখাটি পড়তে এবং বুঝতে তারা ব্যাকুল হয়। এভাবেই ক্রমে শিশুর শব্দভাণ্ডার ঋদ্ধ হয় এবং বইয়ের লিখিত শব্দ ও

বাক্য তারা পড়ার ও বোঝার ক্ষমতা অর্জন করে। ফলে উত্তরোত্তর শিশুদের আগ্রহ জন্মে বই পড়ার প্রতি। এ বিষয়ে Perry Nodelman (1996)-এর মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য–

> because they find them easier to understand than words and need pictorial information to guide their response to verbal information. (p. 216)

শিশুদের জ্ঞান ও মনস্তত্ত্ব বিকাশে বিচিত্র শিশুতোষ বইয়ের ভূমিকা নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্র তৈরি হয় মূলত ১৮৮০ সালে। সাদ্যোজাত শিশুর কার্যকলাপ নিয়ে জার্মান গবেষক Friedrich Dietrich Tiedemann-এর লিখিত ডায়েরি এর প্রধান উৎস। ১৮৯৫ সালে তাঁর মৃত্যুর পর এই ডায়েরিটি *Observation on the Development of Chidren's Visual Faculties* নামে প্রকাশিত হয়। বইটি Berthold Sigismund, James Sully এবং W. B. Drummond-সহ প্রমুখ গবেষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিশুদের নিয়ে গবেষণা করে তাঁরা কিছু কিছু বিষয় আবিষ্কার করেন। যেমন: শিশুরা বইয়ে আঁকা চিত্রিত বস্তুটি ধরতে চায়, খেতে চায়। অর্থাৎ তারা বাস্তব বস্তু এবং চিত্রিত বস্তু আলাদা করতে পারে না। এই গবেষণার ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে নানান ঢং-এ বিচিত্র নক্শায় চিত্র সংবলিত শিশুতোষ বই প্রকাশিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ক্রমশ এই গবেষণা চলতে থাকে এবং শিশুদের জন্য এই ধরনের বইয়ের সরবারহ দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে (সূত্র: Kümmerling-Meibauer, B. (Ed.), 2011) । এই গবেষণার সূত্রে প্রাপ্ত প্রথম সফল পিক্চার বুক-এর মধ্যে অন্যতম হলো 'পাফিন বুকস'[১] (Puffin Books) সিরিজ।

বয়স উপযোগী শিশুদের জন্য রয়েছে নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ চিত্র সংবলিত বই। যেমন– ছড়া (rhymes), কথামালা (tale), চিত্রমুখ্য (wordless), ধারণাসৃজনী (concept), বর্ণমালা (alphabet) ইত্যাদি। বিশেষ করে ০ থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুর সার্বিক চেতনা বিকাশে বিচিত্র এই 'পিক্চার বুক' মূলত কী ধরনের প্রভাব বিস্তার করে সেটাই এ প্রবন্ধের মূল বিবেচ্য।

বিভিন্ন চিত্রসমৃদ্ধ শিশুতোষ বইয়ের বিষয়বস্তু ও এর প্রভাব

বয়স অনুযায়ী শিশুতোষ ছবির বইয়ের বিষয়বস্তু, সজ্জা, রং ও উপকরণে রয়েছে ভিন্নতা। তবে, একেক বয়সে একেক ধরনের বই প্রাধান্য পেলেও নিম্নলিখিত সব ধরনের বই-ই রং ও ছবির কারণে ০ থেকে ৬ বছর বয়সী সকল শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ করে। বলা বাহুল্য, শিশুর অভিভাবকই এ ধরনের বইয়ের প্রথম পাঠক এবং তাদের সুনিপুণ পরিচালনাই শিশুর সুষ্ঠু ক্রমবিকাশ নিশ্চিত করে।

ছড়ার বই

জন্মের পর থেকেই বিচিত্র ধরনের ছড়ার মধ্য দিয়ে শিশুকে সঙ্গ দেওয়া পৃথিবীর সকল দেশে সকল শ্রেণির মানুষের মাঝে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত। ছোট শিশুকে খাওয়াতে, ঘুম

পাড়াতে এমনকি শিশুর কান্না থামাতে এসব ছড়ার সুরেলা ছন্দ জাদুকরী আবহ সৃষ্টি করে। মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়া সুরেলা ছড়ার এই পরম্পরা শিশুদের ভাষা শেখার ক্ষেত্রে অপরিহার্য– এগুলো শব্দের ধ্বনিকে চিনতে শেখায় এবং পরবর্তীকালে তাদের শব্দ ও বাক্য গঠনে বিশেষভাবে সহায়তা করে। জন্ম থেকে শুনে শুনে শিশুরা এসব ছড়া আয়ত্ত করে, ফলে ১৫ মাস থেকে ৩-৪ বছর বয়সী শিশুদের প্রায় সকলেই কিছু কিছু ছড়া বলতে ও শনাক্ত করতে পারে; যা তাদের ভাষাজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে, পাশাপাশি পড়তে ও বানান করতেও সাহায্য করে (Bryant, Bradley, Maclean & Crossland, 1989)।

এসব ছড়ার বইয়ের ক্ষেত্রে সাধারণত মাতৃভাষার পাশাপাশি দ্বিতীয় কোনো ভাষায় ও রচিত হয়। প্রসঙ্গত বাংলা ভাষায় 'খুকুমনির ছড়া'[২] এবং ইংরেজি ভাষায় রচিত 'Mother Goose Melody'[৩] এ শ্রেণির বইয়ের অন্যতম উল্লেখযোগ্য উৎস। এ ছড়াগুলো বিভিন্ন বয়সের শিশুদের মাঝে প্রচলিত এবং প্রায়শই স্কুলের শিশু শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। যেমন–

'খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো
বর্গী এলো দেশে
'Baa Baa Blacksheep
Have you any wool'

বর্তমানে বিভিন্ন রকমের নতুন নতুন ছড়া রচিত হলেও শিশুর প্রাথমিক উন্নয়নে এই ছড়াগুলিই যুগ যুগ ধরে নব নব রূপে চিত্রিত হয়ে আসছে।

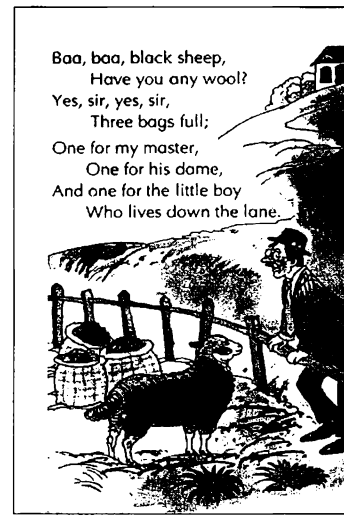

চিত্র: ১ ছড়ার বইয়ের পৃষ্ঠার নমুনা

কথামালা

এধরনের বইয়ের চিত্রগুলো গল্পের বক্তব্য ও আবহকে চরিত্রায়ণ (Characterization) প্রক্রিয়ায় উপস্থাপন করে থাকে, যা গল্পকে অধিকতর শক্তিশালীভাবে প্রাণবন্ত ও বোধগম্য করে তোলে। প্রতিটি পৃষ্ঠাই ছবির সাহায্যে সমানভাবে বা কখনো মূল বক্তব্যের অংশবিশেষ হিসেবে চিহ্নিত হয়, আবার কখনো মুখ্য চরিত্রগুলোকে বেশি করে দেখানো হয়ে থাকে। তবে যেভাবেই প্রদর্শিত হোক না কেন এক্ষেত্রে শিল্পী সুচারুভাবে মূল বক্তব্যকে এমনভাবে চিত্রের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলেন যাতে গল্পের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থাকে। শিশুদের চিত্রসমৃদ্ধ গল্পের এই বইগুলো সাধারণত রূপকথা[৪] (fairy tales) এবং নীতিকথা[৫] (fables)– এই দুইভাবে প্রদর্শিত হয়ে থাকে।

রূপকথা বিষয়ক বইগুলোতে দেশ, কাল ও সমাজের বাইরের কোনো কল্পলোককে উপস্থাপন করা হয়; যাতে অনেক ধরনের চরিত্র দেখা যায়। যেমন– রাজা-রানী, রাজপুত্র-রাজকন্যা, জাদুকর, পরি, দৈত্য-দানব, রাক্ষস, ডাইনি, সন্ন্যাসী, বিভিন্ন অলৌকিক পশু-পাখি ইত্যাদি। [খাতুন, (২০১৫)]

'রূপকথা' বিষয়ক গল্পের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় রচিত *ঠাকুমা'র ঝুলি*[৬]; এবং বাংলা ভাষায় অনূদিত *গ্রিম ভাইদের রূপকথা*[৭] ইত্যাদি বইই প্রধান সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। এসব বইয়ের বিষয়বস্তুই পরবর্তীকালে বিচিত্র রূপে শিশুদের পিক্‌চার বই-এ নতুন চিত্রে, নতুন আঙ্গিকে স্থান পেয়েছে।

শিশু এই ধরনের বইয়ের গল্পগুলি শুনতে শুনতে বইয়ের চিত্রগুলিতে কথিত চরিত্রটি খুঁজতে থাকে। যদি সেই পৃষ্ঠায় উক্ত চরিত্রটি না থাকে তবে শিশুটি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে পরবর্তী পৃষ্ঠাটি দেখার জন্য । এক্ষেত্রে গল্প শোনার সময়ে কথিত চরিত্র সম্পর্কে শিশুর এক ধরনের অদম্য কৌতূহল তৈরি হয় এবং বক্তাকে গল্পের চরিত্র সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্ন করে শিশু ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। এই কৌতূহল যত না মনুষ্য চরিত্রের প্রতি তার চেয়ে ঢের বেশি কল্পলোকের অজানা চরিত্রের প্রতি।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, রূপকথার বই শিশুকে বাস্তব-কাল্পনিক অনেক বিষয় সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে। ফলে শিশু একটি কল্পনার জগৎ তৈরি করতে শেখে; যা তাকে সৃজনশীল হতে সাহায্য করে। আবার যেহেতু এসব বইতে চরিত্রের পরিমাণ বেশি থাকে, তাই বহু ধরনের চিত্রের মাঝে কাঙ্ক্ষিত চরিত্রকে খুঁজে নিতে হয়। এই অনুসন্ধান এবং সন্ধান লাভের আনন্দ শিশুর মনে এক ধরনের খেলার অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। এক্ষেত্রে ইংরেজ লেখক Perry Nodelman -এর মতে:

> একটি ভালো চিত্রসমৃদ্ধ বইয়ের উদ্দীপনা হলো– ছবি দেখার আলাদা মুহূর্তগুলো এবং শব্দের প্রবাহ, যা ঐ ছবি দেখার মুহূর্তগুলোকে যুক্ত করে এই দুই এর মধ্যে ধারাবাহিক চঞ্চলতা। (সূত্র: Fang, 1996, p. 137)

এভাবে চিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পরবর্তীকালে সে আগ্রহী হয় চিত্রের পাশের লেখাটি পড়তে এবং বুঝতে; যা প্রকারান্তরে তাদের প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় ভাষায় পারদর্শী হবার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। এছাড়াও শিশুদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হতে এই ধরনের বই বহুলাংশে সাহায্য করে (Fang, 1996)। পাশাপাশি দৈনন্দিন জীবনের নানা আনন্দ-বেদনা, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সম্পর্ক, ঐতিহ্য ইত্যাদি সম্পর্কে তারা এ ধরনের গ্রন্থের সূত্রে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করে।

অন্যদিকে নীতিকথামূলক গল্পের বইগুলো বেশির ভাগই পশু-পাখির মুখ-নিঃসৃত উপকথার মাধ্যমে রচিত হয়; যা *ঈশপের গল্পগুচ্ছ*[৮] নামে সর্বাধিক পরিচিত। এগুলো প্রথমত– শিশুদের সততা ও ন্যায়পরায়ণতা শেখাতে সাহায্য করে, তথা শিশুদের মনে উচিত-অনুচিত বোধের জন্ম দেয়। ফলে নৈতিকতার প্রশ্নে শিশুদের বিবেচনামূলক চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতা এবং নিজস্ব মূল্যবোধ তৈরি হয়। দ্বিতীয়তঃ রূপকধর্মী এই গল্পগুলো শিশুদের মধ্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য থেকে বিষয়বস্তুকে আলাদাভাবে আলংকারিক রূপে উপস্থাপন করার সৃজনশীলতা তৈরি করে। এই মননশীলতা শিশুদের রূপক বা উপমার ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম করতে উৎসাহিত করে। ফলে শিশু বিষয় বিশ্লেষণের দক্ষতা অর্জন করে এবং উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে তাদের মনে বিকল্প পদ্ধতি শেখার উপায় সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয় (Detlor, 2001)।

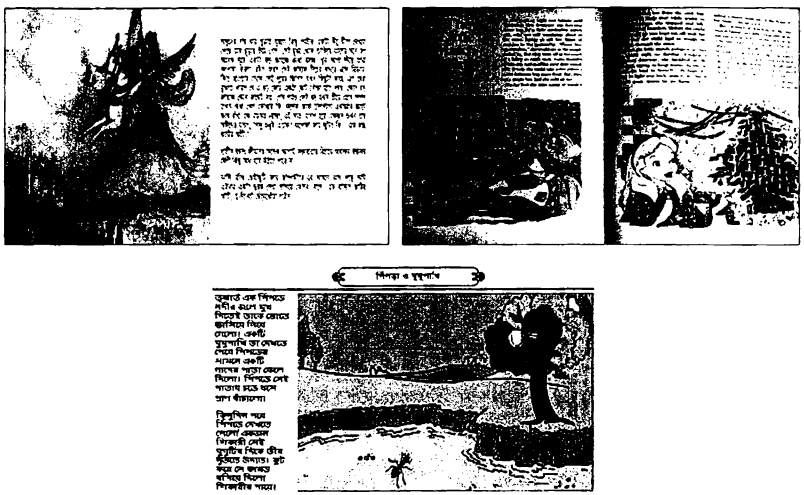

চিত্রঃ ২ রূপকথা ও নীতিকথামূলক বইয়ের পৃষ্ঠার নমুনা

চিত্রমুখ্য বই

এ ধরনের বইগুলোই হলো 'Pure' ছবির বই (Hillman, 1995), যেখানে চিত্রই মূলত সব। এগুলো খুবই সংক্ষিপ্ত লেখা নিয়ে আবার কখনো কখনো লেখা ছাড়া শুধু চিত্রের

সাহায্যে উপস্থাপিত হয়। সাধারণত একটি বা দু'-তিনটি চরিত্রকে ঘিরে প্রতি পৃষ্ঠাজুড়ে চিত্রের সমন্বয়ে গল্প ফুটিয়ে তোলা হয়। কখনো খুব অল্প সংখ্যক শব্দের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত সহজ-সরল বাক্য সহযোগে এই কাজটি সম্পাদিত হয় (Lukens, 1999)।

এখানে 'রূপকথা' জাতীয় বইয়ের মতো চরিত্রকে খুঁজে নিতে হয় না; বরং চরিত্রই গল্প বলে। চারপাশের পরিচিত বিষয়বস্তু, যা দেখে শিশু সহজে চিনতে পারে এমন উপাদান সহযোগে চিত্রিত গল্প এসব বইয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য (Anderson & Pearson, 1984)। ফলে বইতে পরিচিত বস্তুকে গল্প আকারে দেখে এবং শিশু আপন কল্পনার মাধ্যমে চিত্রিত চরিত্র দিয়ে গল্প বানানোর চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে চিত্র দেখে শিশুকে বর্ণিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলতে এবং জানা শব্দের সঙ্গে চিত্রে প্রদর্শিত অন্য অজানা শব্দকে চিনতে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে শিশুর সৃজনশীলতা বাড়িয়ে তোলা সম্ভব হয়। এতে শিশু তার সীমিত শব্দের ভাণ্ডার ব্যবহার করে ছোট ছোট বাক্য তৈরি করতে উদ্বুদ্ধ হয়। ফলে একদিকে জানা বিষয়বস্তুকে শিশু কথায় প্রকাশ করতে শেখে, অন্যদিকে চিত্রিত চরিত্র বা বস্তুর কার্যবিধি সম্বন্ধে ধারণা লাভ করে ।

যেমন– ধরা যাক, গল্পে একটি মা মুরগী আর তার ডিমের কথোপকথন হচ্ছে–

ডিম: '.....লাফ দেই মা?'
মুরগি: 'না বাছা লাফ দিলে তুমি (ডিমটি) ভেঙে যাবে।'

উক্ত কথাগুলোর মধ্যে শিশুর হয়ত 'ডিম' আর 'মুরগী' জানা শব্দ এবং চিত্র দুটিও তার পরিচিত। কিন্তু হয়ত 'লাফ' আর 'ভাঙা' শব্দটি তার অজানা। ফলে এখান থেকে সে দুটি নতুন শব্দ জানবে এবং বাক্যে এর ব্যবহার শিখবে। পাশাপাশি বাস্তব জীবনে এর কার্যকারিতা সম্পর্কেও সচেতন হবে।

বইয়ের সঙ্গে শিশুর প্রাথমিক অভ্যস্ততা তৈরির ক্ষেত্রে এই বইগুলো বিশেষ ভূমিকা রাখে। বইয়ের পৃষ্ঠার ধরন, প্রথম পৃষ্ঠা, শেষ পৃষ্ঠা, পৃষ্ঠার ওপর ও নিচের দিক সম্পর্কে শিশুর প্রাথমিক জ্ঞান তৈরি হয়। পৃষ্ঠা উল্টানোর যথাযথ পদ্ধতি এবং ডান থেকে বামদিকে পৃষ্ঠা উল্টিয়ে গল্পের ধারাবাহিকতা জানার কৌশল আয়ত্ত করতে শিশুকে সহায়তা করে (Rothlein & Meinbach, 1991)।

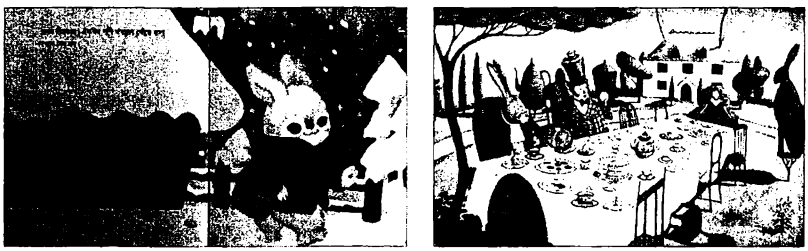

চিত্র: ৩ চিত্রমুখ্য গল্পের বইয়ের পৃষ্ঠা (লেখাযুক্ত এবং লেখাবিহীন)-র নমুনা

ধারণাসৃজনী গ্রন্থ

এ ধরনের বই একক বিষয় বা বস্তুর ছবি ও একক ধরনের লেখার সমন্বয়ে তৈরি হয়; যেখানে সাধারণত দুই ধরনের শব্দশ্রেণি (parts of speech) ব্যবহৃত হয়। যেমন- ক) 'বিশেষ্য' (noun) শিশুর আশেপাশের পরিচিত একক বস্তু, যা শুধু 'নাম' (name) দিয়ে চিহ্নিত হয়, অর্থাৎ পাখি, গাছ, পুতুল, কলম ইত্যাদি। খ) 'ক্রিয়া' (verb) যা দিয়ে কোনো একক বস্তুর কর্মসম্পাদন বোঝানো হয়। অর্থাৎ পাখিটি উড়ছে, শিশুটি বল খেলছে ইত্যাদি (Kummerling-Meibauer & Meibauer, 2005)। অর্থাৎ এই ধারণাসৃজনী গ্রন্থ তথা 'কনসেপ্ট বুক'-এর বিষয়বস্তু শিশুকে প্রশ্ন ও উত্তররের মাধ্যমে মনোযোগী করে তোলে। যেমন— ধরা যাক, একটি মা তার শিশুকে বলছে–

> দেখো এটা কি? (নির্দিষ্ট চিত্রটি দেখিয়ে)
> এটা একটি পাখি। (উচ্চারণটি নির্ভুল হতে হবে)
> পাখিটি কী করছে?
> (এক্ষেত্রে মা' এমনভাবে প্রশ্ন করবেন হবে, যাতে শিশু প্রশ্ন করার ধরন শিখতে পারে)
> পাখিটি উড়ছে।

এরপর হয়ত আবার প্রশ্ন আসবে– 'পাখিটি কীভাবে উড়ছে' বা 'কোথায় উড়ে যাচ্ছে' ইত্যাদি।

নানা বিষয়বস্তু সংবলিত এই ধরনের বই কাগজ ছাড়াও কখনো কখনো কার্ডবোর্ড, কাপড়, কাঠ অথবা প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে। উপকরণের বৈচিত্র্য শিশুর ক্ষেত্রে দুইভাবে কার্যকর হয়। এক. শিশু বইকে খেলনা সামগ্রীরূপে গ্রহণ করে এবং নিজ আগ্রহে এগুলোকে ব্যবহার করে। দুই. কাগজের মতো এগুলো সহজে ছিঁড়ে যায় না; ফলে শিশু সহজে ব্যবহার করতে পারে। ছোট শিশু বিশেষ করে ০ থেকে ২ বছর বয়সী শিশুদের উপযোগী এই ধরনের 'কনসেপ্ট' বইয়ের নামকরণ[৯] হয় বাংলায় – "আমার বই", "শিশু পাঠ", "এসো শিখি", "এসো পড়ি" ইত্যাদি বিচিত্র রূপে।

এই বইগুলোর আধুনিক সংস্করণে বিষয়বস্তু সাধারণত এক পৃষ্ঠায় একটি করে থাকে। তবে কিছু কিছু বইতে একই পৃষ্ঠায় দুই থেকে পাঁচটিও বিষয় দেখা যায়। কালো মোটা রেখা দিয়ে বিষয়বস্তুকে পৃষ্ঠার তল থেকে আলাদা করা থাকে। সাধারণত যেকোনো একটি এঙ্গেল, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সামনের দিকে মুখ করা (front view) অবস্থানে বর্ণিত চিত্রগুলো eye level (চোখ বরাবর কোনো বস্তু যেভাবে দেখা যায়)- অনুযায়ী দৃশ্যায়িত হয়ে থাকে (Bornstein, Kessen & Weiskopf, 1976)

বাস্তবে একেক বস্তু একেক মাপের হলেও প্রায় সমান অনুপাতে এবং আলো-ছায়াবিহীন ফ্ল্যাট রং-এ এই বইয়ের চিত্রগুলো সজ্জিত থাকে। ফলে চিত্রের কোনো ত্রিমাত্রিকতা

অনুভূত হয় না। প্রায়শই চিত্রিত বস্তুর চারপাশের ফাঁকা জায়গাটি একটি নিরেট (solid) রং দিয়ে রাঙানো থাকে (Kümmerling-Meibauer (Ed.), 2011) |

এধরনের বইয়ের মাধ্যমে শিশু গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। যেমন- ১. বস্তু ও পটভূমি (Background)-র মধ্যে পার্থক্যীকরণ। ২. চিত্রিত উপাদান থেকে রেখা (line), বিন্দু (point) ও রং (color) শনাক্তকরণ। ৩. ত্রিমাত্রিক বস্তুর দ্বিমাত্রিক ফর্মে উপস্থাপন সম্পর্কে জ্ঞান। ৪. দৃশ্যগত উদাহরণ শেখার বোধশক্তি (DeLoache, Strauss & Maynard, 1979: 77-89; Nodelman, 1988: 35)।

চিত্রিত বিষয়বস্তুর দৃশ্যগত (visual) একটি ফর্ম গঠন করার জন্য শিশুর উক্ত চার ধরনের উপলব্ধি বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। বস্তুর এসব দৃশ্যগত ফর্ম তৈরির মাধ্যমে শিশু বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে এবং একসাথে শোনা, বলা ও দেখা শিশুকে উদ্বুদ্ধ করে দৃশ্যগত ভাষার নিয়মাবলি (visual grammer) আয়ত্ত করতে। Kress & Van Leeuwen (1996) দাবি করে:

> language and visual communication both ralize the same more fundamental and far-reaching systems of meaning that constitute our cultures, but that each does so by means of its specific forms (p. 22-23).

এর ফলে শিশু বাহ্যিক দৃশ্যচিহ্ন ও সংকেত (visual sign & code) বোঝার ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। তাছাড়া চিত্রিত এসব বৈচিত্র্যময় বিষয়বস্তু তাদের শব্দকোষকে সমৃদ্ধ করে। ১ বছরের কাছাকাছি সময়ে একটি শিশু প্রথম শব্দ শেখে। শিশু তার প্রথম শব্দ ভাণ্ডার তৈরি করে ১৮ মাস বয়সে প্রায় ৫০টি শব্দের সমাহারে। এক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর 'নাম' (Name) শিশুর প্রথম শব্দকোষ তৈরিতে প্রধান ভূমিকা পালন করে; কেননা এই ৫০টি শব্দের মধ্যে প্রায় ৪৪% শব্দ 'নাম' দিয়ে তৈরি। কোনো কোনো গবেষক মনে করেন– ৬ বছরের মধ্যে শিশু তার শব্দের ভাণ্ডার প্রায় ১৪,০০০ শব্দ দিয়ে পূর্ণ করে (Bloom, 2000: 26-35)|

'নাম' (name) ও 'ক্রিয়া' (verb) ছাড়াও concept বইয়ের কল্যাণে ০ থেকে ২ বছর বয়সী শিশুরা আরো কিছু শব্দশ্রেণির ব্যবহার শেখে। যেমন- ১. বিশেষণ (adjective): ঠাণ্ডা-গরম, ভালো-মন্দ, উচ্চতা ইত্যাদি। ২. সর্বনাম (pronoun): আমি, তুমি, আমার ইত্যাদি। ৩. সামাজিক ভদ্রতা, যেমন- হ্যাঁ, হ্যালো, ধন্যবাদ, বাই বাই ইত্যাদি। ৪. পরস্পর সম্পর্কযুক্ত শব্দ (relational words), যেমন- এখানে, ঐখানে, আবার ইত্যাদি। ৫. ধ্বন্যাত্মক বিভিন্ন ধরনের শব্দ[১০] (Onomatopoetic words), যেমন- মিউ, টিকটিক ইত্যাদি (Barrett, 1995; Dromi, 1999)।

১৯৭০ সালের দিকে এধরনের শব্দ দিয়ে বিশেষ করে বিশেষণ (adjective) ও ধ্বনি হতে উৎপন্ন বিভিন্ন ধরনের (onomatopoetic) শব্দ দিয়ে 'কনসেপ্ট' বই চিত্রিত হতে শুরু করে (Kümmerling-Meibauer & Meibauer, 2011)|

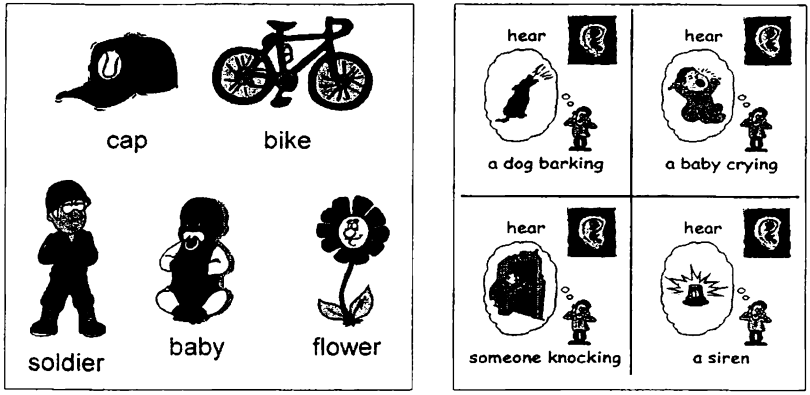

(ক) (খ)

চিত্র: ৪ (ক) 'বিশেষ্য' (Noun), (খ) 'ক্রিয়া' (Verb) দিয়ে তৈরি কনসেপ্ট বইয়ের পৃষ্ঠার নমুনা

বর্ণমালার বই

প্রাথমিক স্তরের শিশু শিক্ষার প্রয়োজনে রচিত বর্ণমালা[১৭]র বই নিশ্চিতভাবেই শিশুকে ভাষাজ্ঞানের প্রধান দুটি উপাদান– অক্ষর এবং ধ্বনি চিনতে শেখায়। এছাড়াও অক্ষরের আকার, ধ্বনির ব্যবহার এবং বানান করে শব্দ তৈরি করতে শিশুকে প্রভূত সাহায্য করে (Russell, 1991)। এটি শিশুর মুখের কথাকে লিখিত রূপদানের প্রথম পাঠ। বর্ণের প্রতি শিশুর আকর্ষণ সৃষ্টির লক্ষ্যে বৈচিত্র্যময় রং ও ভঙ্গিতে বর্ণের উপস্থাপন ঘটে এসব বইতে। পাশাপাশি বর্ণ দিয়ে তৈরি শব্দের ছড়া, কার্টুন, আনন্দপূর্ণ অর্থযুক্ত অথবা অর্থহীন ছন্দের উপস্থিতি শিশুকে দ্রুত অক্ষর জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে।

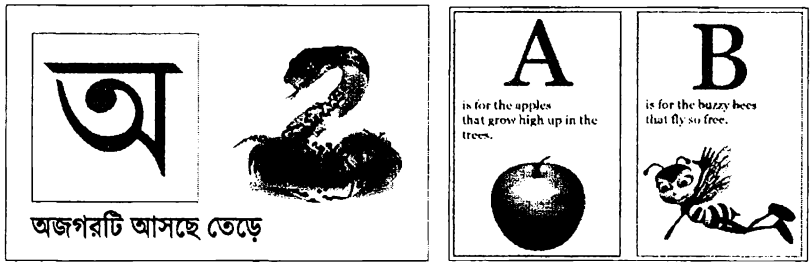

চিত্র: ৫ বাংলা ও ইংরেজি বর্ণমালা বইয়ের পৃষ্ঠা

রঙের ব্যবহার

ছোট শিশুদের বাহ্যিক অভিজ্ঞতার (visual experience) ক্ষেত্রে রং প্রধান গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। একমাসের শিশুও বিভিন্ন রঙের প্রতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিতে পারে

(Adams, 1987)। চিত্রসমৃদ্ধ শিশুতোষ বইতে রং খুবই শক্তিশালী একটি হাতিয়ার; যা চিত্রিত বস্তুগুলোকে আরও প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় করে তোলে। ফলে বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে বোধগম্য, আরও দৃঢ় ও সুসংবদ্ধ।

সাধারণত রং শিশুদের মনে দৃশ্যগত অনুভূতি (visual perception) সৃষ্টির ক্ষেত্রে নীরব উপাদান (silent feature) রূপে কাজ করে এবং অন্যান্য উপাদান যেমন– আকার বা সংখ্যার তুলনায় এটি শিশুকে অধিক আকর্ষণ করে (Odom & Guzman, 1972)। রং চিত্রিত বস্তুগুলোকে যথাযথভাবে শনাক্তকরণে ও চিহ্নিতকরণে সাহায্য করে; সেই সঙ্গে ছোট বড় সবার স্মৃতিশক্তিকে সমৃদ্ধ করে। এই ধরনের বইতে রং তিনভাবে উপস্থাপিত হয়; যা 'metafunctions' নামে পরিচিত। যেমন:

১. 'Ideational function'– এতে বাড়তি তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে বইয়ের মূল বক্তব্যকে সূক্ষ্মভাবে দৃশ্যায়িত করা হয় (Painter, 2008)। যেমন– ধরা যাক, বইয়ের পাঠে বলা আছে– 'একটি হাঁস পানিতে ভাসছে'। চিত্রে এটি দৃশ্যায়িত হবে হয়ত হলুদ রঙের হাঁস এবং নীল রঙের পানি, এমনকি হয়ত বা গাঢ় বা হালকা রং দিয়ে পানির ঢেউও চিত্রিত হতে পারে। এখানে রংগুলো যেমন– হলুদ, নীল শিশুকে বাড়তি তথ্য সরবারহ করছে; পাঠে যার উল্লেখ নেই। এ কারণে চিত্রিত শিশুতোষ বইগুলোতে বিষয়বস্তুর সত্যিকারের রং ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

২. Textual function: এটি প্রধান প্রধান গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রকে নির্দিষ্ট উজ্জ্বল রঙের মাধ্যমে গল্পের অন্যান্য অংশ থেকে আলাদাভাবে দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে সাহায্য করে।

৩. Interpersonal function: কাহিনির বিভিন্ন বিষয়বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক ও পরিচিতিকে নির্দেশ করে।

এই তিন প্রধান বৈশিষ্ট্য ছবি বইয়ের বিষয়বস্তুতে সৃষ্টি করে ১. 'স্পন্দন' (vibrancy)– যা চিত্রে নির্দেশিত হয় উজ্জ্বল রঙে এবং সর্বোচ্চ মাত্রার সম্পৃক্ততা (saturation)-য়। এটি চিত্রে উত্তেজনা সৃষ্টি করার পাশাপাশি অনেক ক্ষেত্রে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যও ব্যবহৃত হয়ে থাকে; যেখানে, অনুজ্জ্বল এবং কম মাত্রার স্যাচুরেশনের রং যেমন– ধূসর, হালকা নীল নিষ্প্রভ ও নিরুত্তাপ পরিবেশ তৈরি করে। ২. 'উষ্ণতা' (warmth)– যা চিত্রে পারিপার্শ্বিক স্থান এবং বিষয়কে মূল চরিত্র থেকে আলাদা করে দৃশ্যায়িত করে। এবং ৩.'পরিচিতি' (familiarity)– যা পরিচিত পরিবেশ তৈরির উদ্দেশ্যে বাস্তব বিষয়বস্তুর রঙের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চিত্রে রং ব্যবহারকে নির্দেশ করে (Painter, 2008)।

এভাবে বইয়ের চিত্রিত দৃশ্য একদিকে শিশুর দৃষ্টিশক্তিকে পরিস্ফুট করে; অন্যদিকে শিশু বিভিন্ন ধরনের রঙের নাম শিখতে পারে।

শিশুদের চিত্র সংবলিত বইতে প্রধানত দুইভাবে রং ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যায়। যেমন– আলোছায়া (shade) বিহীন উজ্জ্বল প্রাথমিক (লাল, নীল, হলুদ) রং এবং রঙিন চিত্রটির চারপাশে গাঢ় কালো রেখা। অন্যটি হলো আলো-ছায়া সহযোগে, বিচিত্র রঙের

shade ব্যবহার করে, গাঢ় বা হালকা, উজ্জ্বল বা অনুজ্জ্বল রঙে বাস্তবানুগভাবে আঁকা। তবে, রঙের তারতম্য, বৈপরীত্য, বিশুদ্ধতা ইত্যাদি হৃদয়ঙ্গম করার লক্ষ্যে ছোট শিশুদের বইতে প্রথম প্রবণতাটিই মূলত ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, শিশুদের চিত্র সংবলিত বইগুলোর ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো– প্রথমত, শিশুর চারপাশের চেনা জগতের বিষয়বস্তুকে গল্পের চরিত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়, যাতে শিশু সহজেই তা চিনতে পারে। দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ লেখা (text) উদ্দেশ্যমূলকভাবে শিশুর চেনা-জানা শব্দ থেকে ভিন্ন হয় এবং গল্পের ক্ষেত্রে রূপকথা ব্যতীত অন্য গল্পের ধারাবাহিকতা খুব সংক্ষিপ্ত হয়। এভাবে বেশি সংখ্যক বাস্তবাকৃতি পরিচিত চিত্র এবং বেশি সংখ্যক অজানা শব্দ একই পৃষ্ঠায় থাকায় শিশুর শব্দ ও বাক্যের বোধগম্যতা বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়ত, বইয়ের চিত্রগুলো text-এর বিবরণকে যুগপৎভাবে ব্যাখ্যা করে; ফলে অজানা তথ্যগুলো খুব দ্রুত দৃশ্যগত রূপে শিশুর মস্তিষ্কে জায়গা করে নেয় (Schallert, 1980)। চতুর্থত, বিচিত্র ধরনের চিত্র সংবলিত বইয়ের সংস্পর্শ শিশু মনে নান্দনিক মূল্যবোধ ও রুচি লালনে সাহায্য করে; সেই সঙ্গে চিত্রের বিভিন্ন শৈলী সম্পর্কে শিশু যেমন সচেতন হয়ে ওঠে, তেমনি সৌন্দর্য বিচারের দক্ষতা অর্জন করে (Jacobs & Tunnell, 1996)। ফলে হরেক রকম বইয়ের মাঝে দৃষ্টি নন্দন পছন্দের বইটি নির্দিষ্ট করে শিশু তার মার্জিত রুচির প্রকাশ ঘটাতে পারে। এবং নির্দিষ্ট বই সম্পর্কে নানাবিধ প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের মাধ্যমে তার জ্ঞানপিপাসার পরিধিকে বাড়িয়ে তুলতে পারে।

ছোট শিশুদের চিন্তা ও অনুভূতি প্রকাশিত হয় তাদের ব্যবহারের মাধ্যমে। 'ভাষা' শিশুর প্রকাশভঙ্গির সুষ্ঠু বিকাশ সাধনে একটি বিশেষ মাত্রা যোগ করে– শুধু অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রেই নয়; বরং চারপাশের বাহ্যিক জগত সম্পর্কে তার অন্তর্দৃষ্টি শানিত করার একটি মাধ্যম হিসেবেও। বইয়ের মাঝে বিচরণ শিশুদের যে কোন অবস্থায় নিজেকে খাপ খাওয়ানোর বোধ, সম্পর্ক ও চেতনা অনুধাবন করতে শেখায়। মাতৃভাষার পাশাপাশি দ্বিতীয় ভাষায় এসব বইয়ের চর্চা শিশুকে যেমন বিদেশি ভাষায় দক্ষ হতে সহায়তা করে; সেই সঙ্গে সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে সংশ্লিষ্ট হতে উদ্বুদ্ধ করে। তবে এক্ষেত্রে শিশুর অগ্রগমন পুরোপুরি নির্ভর করে বড়োদের সুষ্ঠু পরিচালনার ওপর। শিশুদের বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহী করে তোলার দায়িত্ব প্রথমত অভিভাবকের। চিত্রসমৃদ্ধ একটি বই শিশুর মনোযোগ বাড়াতে সাহায্য করে তখনই, যখন বইটি যিনি পড়ে শোনান তিনি শিশুর মনোভাব বুঝে অভিনয়ের মাধ্যমে বইয়ের চরিত্রকে উপস্থাপন করেন। অর্থাৎ অভিভাবককে শিশুর চাহিদা বুঝতে হবে, সময় নিয়ে কৌশলে তাকে গড়ে তুলতে হবে। অনেক অভিভাবকই তাদের শিশুদের সঙ্গে (বিশেষ করে প্রথম ৩ বছর) খেলা বা এই ধরনের বইয়ের সাহায্যে তাদের গড়ে তোলার ব্যাপারটা অনুভব করেন না। যেমন– বাংলাদেশে ৫০ শতাংশেরও কম অভিভাবক শুধু তাদের ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের এই ধরনের গঠনমূলক কার্যকলাপ– যেমন- বই পড়ে শোনানো,

তাদের সঙ্গে গান গাওয়া, গল্প বলা, ছবি আঁকা ইত্যাদির আশ্রয়ে শিশুর বিকাশকে ত্বরান্বিত করেন (সূত্রঃ UNICEF/BBS, Multiple Indicatior Cluster Survey (MICS) Bangladesh 2007)।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিশুদের এ ধরনের চিত্র সংবলিত বইয়ের কদর প্রায় সমান। কিন্তু পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অভাবে এই সমস্ত বইয়ের মান একেক দেশে একেক রকম। যেমন: বাংলাদেশে প্রতিবছর শিশুদের জন্য বিচিত্র ধরনের চিত্র সংবলিত বই প্রকাশিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো– এগুলোর মধ্যে বিশেষ করে ছোট শিশুদের বইগুলো ভালো বিষয়বস্তু ও ইলাস্ট্রেশনের অভাবে প্রায়শই বিচিত্রতা এবং গ্রহণযোগ্যতা – দুই-ই হারায়। এর কারণ সম্ভবত বাংলাদেশে ছোট শিশুদের (০-৩ বছর) বিকাশে বইয়ের ভূমিকা সম্পর্কিত গবেষণার সীমাবদ্ধতা। ফলে এসব বইয়ের বৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণা অস্পষ্ট থেকে যায়। তাছাড়া এ ধরনের বইয়ের জন্য লেখক পাওয়া গেলেও লেখাগুলোকে আকর্ষণীয়ভাবে চিত্রে ফুটিয়ে তোলার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভালো ডিজাইনার পাওয়া যায় না। কেননা, শিশুদের উপযোগী করে দীর্ঘ সময় নিয়ে যত্ন সহকারে এসব সূক্ষ্ম কাজের জন্য ডিজাইনারকে প্রায়-সময়েই যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয় না। ফলে যোগ্য ডিজাইনারগণ এ ধরনের পেশায় আসতে অপরাগতা প্রকাশ করে থাকেন।

উপসংহার

শিশুরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাই তাদের সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার জন্য আদর-স্নেহ-ভালোবাসার পাশাপাশি প্রয়োজন যথাযথ দিক নির্দেশনা প্রদান করা। এক্ষেত্রে চিত্রসমৃদ্ধ বিচিত্র ধরনের শিশুতোষ বই গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে। এগুলোকে শিশুর প্রথম অভিধান (Dictionary) হিসেবে গণ্য করা হয়। বর্তমানে এ ধরনের বই ছোট-বড় সবার মনেই বিশেষ আবেদন রাখতে সক্ষম হচ্ছে এর বৈচিত্র্যময় বিষয়বস্তু এবং উজ্জ্বল রঙিন চিত্রের মাধ্যমে। প্রকাশনার জগতে এগুলো নিঃসন্দেহে ভিন্ন এক মাত্রার সংযোজন; যা শিশুর অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ভবিষ্যৎ জীবনযুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং সফলতা অর্জনের পথে শিশুর প্রথম সোপান।

টীকা

১. 'পাফিন বুকস': শিশুদের জীবন ও জগৎ সম্পর্কে চিত্রসমৃদ্ধ প্রাথমিক ধারণামূলক বইয়ের সিরিজ। ইংরেজ বুক ডিজাইনার, সম্পাদক এবং প্রকাশক নোয়েল ক্যারিংটনের চিন্তার ফসল হিসেবে এই বইয়ের প্রথম চারটি খণ্ড ১৯৪০ সালে প্রকাশক অ্যালেন লেনের সহযোগিতায় প্রকাশিত হয়। ১৯৪০ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে ২৫ বছরে মোট ১২০টি বই প্রকাশিত হয়। এই সিরিজ দিয়েই যাত্রা শুরু হয় পেঙ্গুইন-এর ছোটদের প্রকাশনা 'পাফিন পিকচার বুকস' এর। বইগুলোর মূল কাগজের একপিঠ ছাপা হত রঙিন, অন্য পিঠ সাদা-কালো রঙে (পাঠক, ২০১৫)।

২. 'খুকুমনির ছড়া': ১৮৯৯ সালে কলকাতায় যোগীন্দ্রনাথ সরকার বাংলার লোক-ছড়া সংবলিত 'খুকুমনির ছড়া' বই আকারে সংকলন করেন। এগুলো দীর্ঘদিনের ইতিহাসের সাক্ষ্য দেয়। এই

ছড়াগুলোর মধ্যে বহুল প্রচলিত– 'আয় আয় চাঁদ মামা', 'আগডুম বাগডুম', 'চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে' –ইত্যাদি। (Shahed, 1993)

৩. Mother Goose Rhymes: জনশ্রুতি রয়েছে যে, পরম্পরাগতভাবে এটি শিশুদের সুরেলা ছড়ার উৎস। ফরাসি ভাষা থেকে ১৬৯৭ সালে ফরাসি লেখক Charles Perrault এগুলোকে 'My Mother Goose' নামে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। পরবর্তীকালে শিশুতোষ বইয়ের জনক ইংরেজ প্রকাশক John Newbery-র উত্তরসূরিরা এই অনুবাদ থেকে সংক্ষিপ্ত ছড়াগুলো নিয়ে ১৭৮১ সালে 'Mother Goose Melody' নামে বই প্রকাশ করেন। এই ছড়াগুলোই ধীরে ধীরে 'Mother Goose Rhymes' নামে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে (সূত্রঃ Children's Literature Review, 2016)। এই ছড়াগুলোর মধ্যে– 'Baa Baa Blacksheep', 'Humpty Dumpty', 'Little Miss Muffet', 'Jack and Jill' ইত্যাদি বহুল পরিচিত ছড়া রয়েছে।

'Mother Goose' চরিত্র নিয়ে বিভিন্ন জন বিভিন্ন ধারণা পোষণ করে। যেমন- কেউ কেউ বলেন, মাদার গুজ বোস্টনে বসবাসকারী আইস্যাক গুজের স্ত্রী, যে এলিজাবেথ বা মেরী গুজ নামে পরিচিত ছিল। আবার, অনেকের ধারণা মাদার গুজ অনেককাল আগের ফ্রান্সের রাজা রবার্ট ২ –এর মৃত রানি, যে মানুষকে তার গল্প শুনিয়ে মোহিত করত। প্রচলিত জনশ্রুতিগুলোর বাস্তব কোনো ভিত্তি নেই। মূলত এই চরিত্রটি একটি কল্পিত বুড়ো নারীর; যাকে প্রায়শই দৃশ্যায়িত করা হয় তার বাঁকানো নাক ও শীর্ণদেহ নিয়ে রাজহংসীর পেছনে উপবিষ্ট অবস্থায় (সূত্রঃ Encyclopedia Britannica, 2013)।

৪. রূপকথাঃ শিশুতোষ কল্পকাহিনি এবং লোক-সাহিত্যের একটি জনপ্রিয় শাখা। এগুলো থেকে সংশ্লিষ্ট দেশের লোক সমাজের বিশ্বাস, আচার, সংস্কার প্রভৃতি সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। 'রূপকথা' সাধারণত দীর্ঘ ও বিচিত্র বিষয় নিয়ে রচিত হয়। বংশ পরম্পরায় প্রচলিত লৌকিক রূপকথার আদলে বর্তমানে লেখকসৃষ্ট সাহিত্যিক 'রূপকথা'ও দেখা যায়। যেমন- বাংলায় সাহিত্যিক রূপকথার স্রষ্টা উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী। বাংলা রূপকথার প্রথম সংগ্রাহক লালবিহারী দে (১৮২৪-১৮৯৪)। তিনি ১৮৭৫ সালে 'Folk Tales of Bengal' নামে বাংলা রূপকথার একটি ইংরেজি অনুবাদ করেন। তাঁর উত্তরসূরি দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার পরবর্তীকালে এই 'রূপকথা'গুলিকে 'ঠাকুরমার ঝুলি' নামে বই আকারে প্রকাশ করেন (খাতুন, ২০১৫)।

৫. নীতিকথাঃ মূলত উপদেশমূলক গল্প। সাধারণত উপকথার মাধ্যমে, অর্থাৎ বিভিন্ন পশু-পাখির মুখ দিয়ে বলানো এসব উপদেশগুলো ছোট ছোট গল্পের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়; এবং শেষে নির্দিষ্ট গল্পের নীতিবাক্যটি ব্যক্ত করা থাকে। এগুলো সাধারণত বাংলায় 'ঈশপের গল্পগুচ্ছ' এবং ইংরেজিতে 'Aesop's Fables' নামে পরিচিত। এই ধরনের গল্পের মধ্যে রয়েছে 'কচ্ছপ ও খরগোশ', 'শিয়াল ও কাক', 'পিপড়া ও ঘাসফড়িং' ইত্যাদি।

৬. 'ঠাকুমা'র ঝুলি': বাংলার লোকমুখে প্রচলিত রূপকথা। লেখক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার তাঁর জীবনের বিভিন্ন সময়ে নানা মানুষের মুখে শুনে শুনে ও গ্রাম-বাংলায় ঘুরে ঘুরে এসব লোক-কাহিনি সংগ্রহ করেন। এমনকি বৃদ্ধাদের ফোকলা দাঁতের জন্য জড়িয়ে যাওয়া কথাকেও তিনি ফনোগ্রাফের সাহায্যে মোমের রেকর্ডে রেখাবদ্ধ করে নিতেন। তারপর সেই রেকর্ড বার বার বাজিয়ে তা থেকে সঠিক কাহিনি বুঝে নিয়ে নিজস্ব লেখন-রীতি অনুসারে সাহিত্য রূপ দেন। ১৯০৭ সালে তিনি লোক-গীতিকা সংগ্রাহক দীনেশচন্দ্র সেনের সাহায্যে সেকালের কলকাতার বিখ্যাত প্রকাশক ভট্টাচার্য অ্যান্ড সন্স থেকে এগুলোকে 'ঠাকুমা'র ঝুলি নামে বই আকারে প্রকাশ করেন। 'কাঁকনমালা কাঞ্চনমালা', সাত ভাই চম্পা', 'ডালিম কুমার', 'নীলকমল আর লালকমল'-উক্ত বইয়ের কিছু নমুনা গল্প (ঘোষ, ২০০৭)।

৭. গ্রিম ভাইদের রূপকথাঃ মূলত জার্মান লোক-কাহিনি; যা উনিশ শতকে জার্মান ভাষাতত্ত্ববিদ, আইনবিদ এবং পুরাণজ্ঞ Jacob ও তাঁর ভাই Wilhelm কর্তৃক সংগৃহীত এবং প্রকাশিত হয়।

১৮১২ থেকে ১৮১৪ সালের মধ্যে এই ভাই দ্বয়ের প্রকাশিত 'Kinder- und Hausmarchen' (Children's and Household Tales) নামের দুই খণ্ডের রূপকথাগুলি লোক চর্চার ক্ষেত্রে এক অভিনব গতি সঞ্চার করে। এই গল্পগুলোর মধ্যে– Cinderella, Snow White, Rapunzel, Hansel and Gretel ইত্যাদি সারা পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য পরিচিত রূপকথা (Vredenburw, 1917)।

৮. ঈশপের গল্পগুচ্ছ: গ্রিক ইতিহাসবিদ Herodotus-এর মতে খ্রি.পূ. ৫ম শতকের শেষের দিকে প্রাচীন গ্রিসে ইউসুফ বা ঈশপ নামে এক ক্রীতদাস রসিকতার ছলে মানুষকে চাতুর্যপূর্ণ গল্প শুনিয়ে খ্যাতি অর্জন করেন (Carter, 1962)। তিনি এসব বুদ্ধিদীপ্ত গল্পগুলি ব্যবহার করতেন কোনো সমস্যার সমাধানে এবং 'সত্য'-কে বা 'ন্যায়'-কে মানুষের সামনে প্রতীকীরূপে তুলে ধরতে। আধুনিক 'ঈশপের গল্পগুচ্ছ'-এর সব গল্পই ঈশপের তৈরি নয়। অজানা উৎসের যেকোনো 'নীতিকথা'-ই 'ঈশপের গল্প' হিসেবে পরিচিতি পায় (Zafiropoulos, 2001)।

১৮৫৬ সালে পন্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর 'কথামালা' নামে 'ঈশপের গল্প' প্রথম বাংলায় অনুবাদ করেন (খাতুন, ২০১৫)।

৯. কনসেপ্ট বই: সাধারণভাবে এ ধরনের বই 'Baby Book' নামেই বেশি পরিচিত (Nodelman, 1988)। বিভিন্ন দেশে এগুলোর পরিভাষা দেখা যায়। যেমন- জাপানে 'Mono ehon' (object Book), সুইডেনে 'sak-book' (thing Book), 'pekbok' (pointing Book), অথবা ইংল্যান্ডে 'anwijs-boek' (instruction Book) ইত্যাদি (Kümmerling-Meibauer & Meibauer, 2011)।

১০. onomatopoetic words: ধ্বনি থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন ধরনের শব্দ। যেমন- কোকিলের ডাক; 'Cuckoo' বলে কোকিল ডাকে, তাই কোকিলকে 'Cuckoo' বলা হয়। 'Boom' করে আওয়াজ হয় বলে বিস্ফোরণকে 'Boom' বলা হয় (সূত্র: Cambridge Advanched Learner's Dictionary, (4th ed) 2013)।

১১. বর্ণমালা: ১৮৫৫ সালে পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রথম 'বাংলা বর্ণমালা'র বই রচনা করেন। এতে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ ছাড়াও বিভিন্ন শব্দ ও বাক্য গঠনের পাঠ রয়েছে। এছাড়াও অঙ্কে ও কথায় গণনা ও উপদেশধর্মী ছোট ছোট রচনা সংযুক্ত রয়েছে। (ভাবুক, ২০১৫)।

গ্রন্থপঞ্জি

Adams, R. J. (1987). An evaluation of color preference in early infancy. *Infant Behavior and Development*, *10*(2), 143-150.

Anderson, R. C., & Pearson, P. D. (1984). A schema-theoretic view of basic processes in reading comprehension. P. D. Pearson (eds.). *Handbook of reading research*. NY: Longman.

Barrett, M. (1995). Early lexical development. *The Handbook of Child Language*. P. Fletcher & B. MacWhinney (eds), 362-392. Oxford: Blackwell.

Bloom, P. (2000). *How Children Learn the Meanings of Words*. Cambridge, Mass: MIT Press.

Bornstein, M. H., Kessen, W., & Weiskopf, S. (1976). The categories of hue in infancy. *Science*, *191*(4223), 201-202.

Brainerd, C. J. (1996). Piaget: A centernnial celebration. *Psychological Science*, 7, 191-225

Bremner, J. G. (2001). Cognitive development: Knowledge of the physical world. In J. G. Bremner & A. Fogel (Eds.), Blackwell handbook of infant development (pp. 99-138). Malden, MA: Blackwell.

Bryant, P. E., Bradley, L., Maclean, M., & Crossland, J. (1989). Nursery rhymes, phonological skills and reading. *Journal of Child language*, *16*(02), 407-428.

Carter, H. (Ed.). (1962). *The Histories of Herodotus of Halicarnassus* (Vol. 588). Oxford University Press

Children's Literature Review. (2016). *Encylopedia.com.*

DeLoache, J. S., Strauss, M. S., & Maynard, J. (1979). Picture perception in infancy. *Infant Behavior and Development*, *2*, 77-89.

Detlor, T. (2001). *Teaching With Aesop's Fables*. Scholastic Inc..

Dromi, E. (1999). Early lexical development. *The development of language*, *99131*. NY: Psychology Press.

Fang, Z. (1996). Storybooks for?. *Copyright cG1996 by the authors. Reading Horizons is produced by The Berkeley Electronic Press (bepress). http://scholarworks. wmich. edu/reading horizons*, *37*(2), 130.

Hillman, J. (1995). *Discovering children's literature*. Simon & Schuster Books For Young Readers. Englewood Cliffs, Nj: Prentice Hall.

Jacobs, J. S., & Tunnell, M. O. (1996). *Children's literature, briefly* (Vol. 1). Merrill Publishing Company.

Kümmerling-Meibauer, B. (Ed.). (2011). *Emergent literacy: children's books from 0 to 3* (Vol. 13). John Benjamins Publishing.

Kümmerling-Meibauer, B., & Meibauer, J. (2011). Early-concept books. *Emergent Literacy: Children's books from 0 to 3*. (Vol. 13). John Benjamins Publishing.

Kummerling-Meibauer, B., & Meibauer, J. (2005). First Pictures, early concepts: Early concept books. *The lion and the Unicorn*, *29*(3), 324-347.

Kress, G. & Van Leeuwen, T. (1996). *Reading Images: The Grammar of Visual Design*. London: Routedge.

Lourenço, O., & Machado, A. (1996). In defense of Piaget's theory: A reply to 10 common criticisms. *Psychological review*, *103*(1), 143-164.

Lukens, R. J. (1999). *A critical handbook of children's literature* (6th ed.). New York: Addison Wesley/Longman.

Nodelman, P. (1988). *Words about pictures: The narrative art of children's picture books*. University of Georgia Press.

Nodelman, P. (1996). *The pleasures of children's literature*. Longman Pub Group.

Odom, R. D., & Guzman, R. D. (1972). Development of hierarchies of dimensional salience. *Developmental Psychology*, *6*(2), 271.

Painter, C. (2008). The role of colour in children's picturebooks: choices of ambience. *New Literacies and the English Curriculum. Multimodal Perspectives*, L. Unsworth (ed.), 89-111. London: Continnum.

Piaget, J. (1936/1952). *The origins of intellingence in children.* New York: International Universities Press. Original work published in 1936.

Rothlein, L., Meinbach, A.H. (1991). *The literature connection: Using children's books in the classroom.*Glenview, IL: Scott, Foresman/Good year.

Russell, D. L. (1991). *Literature for Children: A Short Introduction*. Order Dept., Addison-Wesley, 1 Jacob Way, Reading, MA 01867.

Schallert, D. L. (1980). The role of illustrations in reading comprehension. R. Spiro, B. Bruce & W. Brewer (eds). *Theoretical issues in reading comprehension.* Hillsdale NJ: LEA.

Shahed, Syed Mohammad. (1993). Bengali Folk Rhymes: An Introduction. *Asian Folkore Studies*. Vol. 52. 143-160

Vredenburw, E. (1917). *Grimm's fairy tales*. London: Pan Books Ltd.

Zafiropoulos, C. A. (2001). *Ethics in Aesop's fables: the Augustana collection* (Vol. 216). Brill.

খাতুন, শাহিদা। (২০১৫)। শিশু সাহিত্যঃ রূপকথা। *বাংলা পিডিয়া*। ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি। www.banglapedia.org।

(২০১৫)। শিশু সাহিত্য। *বাংলা পিডিয়া*। ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, www.banglapedia.org।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাঃ)। (২০০৭)। *ঠাকুরমা'র ঝুলি, (শতবার্ষিক সংস্করণ)*, ঢাকা : অবসর প্রকাশনী।

পাঠক, আশিস। (২০১৫)। পাফিন পিকচার বুক। *চার্বাক*, ২য় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃ. ১০৯-১১৩, কলকাতা : অক্ষর প্রকাশনী।

ভাবুক, প্রফুল্লকুমার। (২০১৫)। বর্ণ পরিচয়। *বাংলা পিডিয়া*। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা : www.banglapedia.org